ইউসুফ (আঃ)-এর প্রথম স্বপ্নের বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা যেভাবে কুরআনে উপস্থাপিত হয়েছে.....

সুরা ইউসুফ-এর ৪নং আয়াতে এটি উপস্থাপিত হয়েছে। এই আয়াতের শেষ দুটি বাক্যে আরবি ব্যাকরনের নিয়মের পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বপ্নের বর্ণনা এবং তার ব্যাখ্যাটি বর্ণিত হয়েছে, যা এক কথায় অসাধারণ। সুবহানাল্লাহ্ !

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ﴿4﴾ ১২: ৪.

যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা, আমি দেখেছি এগারটি নক্ষত্র, সূর্য ও চাঁদকে, আমি দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়'।

স্মরণ কর যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলল, اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ

'হে আমার পিতা, يٰٓاَبَتِ

আমি দেখেছি এগারটি নক্ষত্র, সূর্য ও চাঁদকে اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

আমি দেখেছি **তাদেরকে** আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায় رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ

"اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ" বাক্যে বালক ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতাকে বলছেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন ১১টি নক্ষত্র, সূর্যটি এবং চন্দ্রটি। ফলে তিনি মোট ১৩ টি জিনিষ দেখেছিলেন যেগুলো সবই আরবি ব্যাকরণ অনুসারে গইর আকল বা নন হিউম্যান বস্তু। ফলে এগুলোর সমষ্টিকে আরবি ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে "একবচন স্ত্রীবাচক" সর্বনাম দিয়ে নির্দেশ করা হয়। ফলে এর পরের বাক্যে যখন তিনি বললেন যে, তিনি ঐগুলোকে/তাদেরকে তাঁর প্রতি সেজদাবনত অবস্থায় দেখলেন তখন আরবী বাক্যটি আশা করা হচ্ছিল " رَاَيْتُهَا لِيْ سٰجِدَةً " অথবা বিশালতা প্রকাশ করে বললে " رَاَيْتُهُنَّ لِيْ سٰجِدَاتٍ " । কিন্তু ইউসুফ (আঃ) যা বললেন তার আরবী হলো "رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ"। বাক্যগুলোর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, সেই বস্তুগুলোকে নির্দেশ করার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন "هُمْ" কিন্তু ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে ব্যবহার করার কথা ছিল " ها বা هُنَّ "। "সেজদাবনত অবস্থা" শব্দটির জন্য ব্যবহার করেছেন "سٰجِدِيْنَ" অথচ ব্যাকরণ নিয়ম অনুসারে আশাকরা হচ্ছিল "سٰجِدَةً বা سٰجِدَاتٍ"। এটি তিনি কেন করলেন ? মূলতঃ দ্বিতীয় বাক্যে তিনি স্বপ্নের বাকী অংশ এবং এর ব্যাখ্যাটিও বলে দিলেন। তিনি দেখেছিলেন ১১টি নক্ষত্র, সূর্য্য এবং চন্দ্র তাঁর দিকে সেজদা করছে, যার ব্যাখ্যা হল যে ১১টি নক্ষত্রের রূপক হল তার ১১ ভাই, সূর্য রূপক হল তাঁর মাতা এবং চন্দ্র রূপক হল তাঁর পিতা। যখন ভাইগণ, মাতা এবং পিতা হিসেবে এটি বিবেচনা করা হলো তখন " ها বা هُنَّ " এর পরিবর্তে "هُمْ" সংযুক্ত সর্বনাম ব্যবহৃত হল এবং "سٰجِدَةً বা سٰجِدَاتٍ" পরিবর্তে "سٰجِدِيْنَ" শব্দটি ব্যবহৃত হল। ফলে একই সাথে দুইটি বিষয় প্রকাশ করা হল। এইভাবে দ্বিতীয় বাক্যটি তাঁর সেই স্বপ্নের বর্ণনাটি সম্পন্ন করল ব্যাখ্যা সহ। শুধুমাত্র ফি'ল-এর সাথের সংযুক্ত সর্বনাম এবং একটি ইসমের ধরণ পরিবর্তন করে বাক্যে দুটির ক্রমধারায় এটি প্রকাশিত হল। যা এক কথায় অসাধারণ। সুবহানাল্লাহ্। আরবি ব্যাকরণের এই বিষয়টি একজন নতুন শিক্ষার্থীর প্রথম এক সপ্তাহের পাঠ। বিষয়টি কিভাবে অনুবাদে তুলে ধরা সম্ভব ? ফলে কুরআন বোঝা এবং অনুধাবণ করার ক্ষেত্রে কুরআনের ভাষা অর্থাৎ কুরআনীয় আরবি শেখার বিকল্প নেই।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে,

- سٰجِدِيْنَ ধরনের শব্দ কখনই গইর আকল বা নন-হিউম্যান শব্দের জন্য ব্যবহৃত হয় না। ফলে এটি তাঁর পরিবারের ১৩ জনকে নির্দেশ করছে।
- আরবি ভাষার রীতি অনুসারে সূর্য স্ত্রীবাচক শব্দ এবং চন্দ্র পুরুষবাচক শব্দ, ফলে এগুলোকে তাঁর মাতা এবং পিতার রূপক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।
- গইর আকল শব্দের বহুবচনকে সাধারণত "একবচন স্ত্রীবাচক" সর্বনাম দিয়ে নির্দেশ করা হয়, যেমন এখানে " ها" আশা করা হয়েছিল। অনেক সময় এই বহুবচনের বিশালতা প্রকাশে "বহুবচন স্ত্রীবাচক" সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। সে হিসেবে هُنَّ আসতে

পারত। কুরআনে অনেক জায়গায় هُنَّ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ *৩:৭ সেইসব হচ্ছে গ্রন্থের ভিত্তি*। কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হয়েছে "هُمْ" যা আকল সম্পন্ন সৃষ্টিকে নির্দেশ করে, ফলে এখানে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সরূপ তাঁর পরিবারের ১৩ জনকে নির্দেশ করছে।

- পর পর দুই বাক্যে একই ফি'ল "رَاَيْتُ " ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে দুইটি বাক্যকে একসাথে একটি বাক্য করা যেত। কিন্তু তা করা হল না, যেন দ্বিতীয় বাক্যটি একসাথে স্বপ্নের বর্ণনাটি সম্পন্ন এবং এটির ব্যাখ্যা প্রদান করে।
- দ্বিতীয় বাক্যে "لِيْ " জার মাজরুর বাক্যাংশটি মুকাদ্দাম অর্থাৎ আগে চলে এসেছে। যা ইউসুফ (আঃ)-এর আবেগ প্রকাশ করছে। অর্থাৎ তিনি বলছেন যেন, "আমার দিকে, আমার দিকে সেজদাবনত...."।
- তাফসীর এবং ব্যাকরণ ইরাব বইগুলোর বিশ্লেষণ অনুসারে এই দুই বাক্যের মাঝে ইয়াকুর (আঃ)-এর একটি প্রশ্ন রয়েছে। বর্ণনা অনুসারে ইউসুফ (আঃ) আবেগের সাথে প্রথম বাক্যটি বলার পর একটু থেমেছিলেন এবং তখন ইয়াকুব (আঃ) তাঁকে অভয় দেয়ার জন্য প্রশ্ন করেছিলে "তুমি তাদের কী অবস্থায় দেখেছিলে ?" যার আরবিটি বর্ণিত হয়েছে – كَيْفَ رَأَيْتَهَا। লক্ষণীয় যে ইয়াকুব (আঃ) ফিলটির সাথে ব্যবহার করেছিলেন "ها " সর্বনাম, যা প্রথম বাক্যের সাথে মানানসই। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) ফিল এর সাথে "هُمْ" ব্যবহার করে ব্যাখ্যাসহ স্বপ্নের বাকী অংশ বর্ণনা করলেন।

رأيْتُهمْ لي ساجدين : تكرار الرؤية للتوكيد أو هي كلام مستأنف على التقدير سؤال وقع جواباً له كأن يعقوب عليه السلام قال له : كيف رأيتها ؟ سائلاً عن حال رؤيتها . رأيت : أعربت و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل نصب مفعول به وأجريت مجرى العقلاء لأنه وصفها بما هو خاص بالعقلاء وهو السجود فأجرى عليهما حكمهم كأنها عاقلة . لي : جار ومجرور متعلق بساجدين . ساجدين : حال منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد وهي على رأيت البصرية و«رأى» الحلمية تحمل على معنى علم فتتعدى الى مفعولين وقد تكررت «رأيتهم» اضافة للتاكيد بسبب اطالة الكلام بين الفعل والحال .